প্রশ্ন 2 ফরাসি সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।* Features of the French Const.

উত্তর

ফরাসি সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধান দ্য সলের রক্ষণশীল চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। 1958 খ্রিস্টাব্দে এই সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধানের কাঠামোগত দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল—(1) শাসন বিভাগকে অত্যাধিক ক্ষমতাশালী করা হয়েছে এবং একইসঙ্গে ফ্রান্সের রাষ্ট্র-কাঠামোকে পুনর্গঠন করা হয়েছে। (2) ফরাসি পার্লামেন্টকে রাজনৈতিক ও আইনগত ক্ষমতার দিক থেকে সীমিত করা হয়েছে। তবে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক ফ্রান্সের সংবিধান ফ্রান্সের সাধারণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

[1] **প্রস্তাবনা:** ফরাসি সংবিধানে মোট 92টি ধারা (clause) সহ একটি প্রস্তাবনাও আছে। প্রস্তাবনায় মানুষের 'অধিকার ঘোষণা'র সনদের ওপর ফরাসি জনগণের গভীর আস্থার কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং 1789 খ্রিস্টাব্দের ঘোষণার দ্বারা জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতিকে (... to the principles of national sovereignty) ব্যক্ত করা হয়েছে।

[2] **সম্প্রদায়:** পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের 1নং ধারায় পঞ্চম (5th Republic) প্রজাতন্ত্রকে একটি 'কমিউনিটি' (community) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের 1নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ফরাসি সাধারণতন্ত্র ও বহির্দেশীয় ভূখণ্ডের যেসব জাতি স্বাধীন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই সংবিধানকে মেনে নেবে, তাদের নিয়ে গঠিত হবে 'কমিউনিটি' (The Republic and those people of the Overseas territories who, by an act of free determination, adopt the present constitution set up a community)। এখানে আরও বলা হয় যে, সদস্য জাতিগুলির 'সাম্য ও সংহতির' (equality and solidarity) ভিত্তিতে এই 'কমিউনিটি' গঠিত হবে। এইসব সদস্য জাতিগুলি স্বায়ত্তশাসনের (autonomy) অধিকার এবং কমিউনিটি থেকে বিচ্ছিন্ন (leave) হওয়ার অধিকারও স্বীকার করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

[3] **সাধারণতন্ত্র:** পঞ্চম ফরাসি সাধারণতন্ত্রের 2নং ধারায় ফ্রান্সকে একটি '... indivisible, secular, democratic and social republic' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে সাধারণতন্ত্রের ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা জানানো হয়েছে এবং নাগরিকদের সকল প্রকার অধিকার ও বিশ্বাসের ওপর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের মূল বাণী হল 'স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী'।

[4] **গণসার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি:** পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের 3 নং ধারা অনুসারে, জনগণই হল সার্বভৌম ক্ষমতার আধার। এই সার্বভৌম ক্ষমতা শুধুমাত্র জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই সার্বভৌম ক্ষমতা 'গণভোটের' দ্বারা ব্যবহৃত হবে। গণসার্বভৌমত্বের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তা হবে সর্বজনীন, সমান ও গোপনীয়তা মেনে।

[5] **পার্লামেন্ট:** পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ—উচ্চকক্ষ হল সেনেট এবং নিম্নকক্ষ হল জাতীয় সভা। সেনেটের সদস্যরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তাঁদের কার্যকাল 7 বছর। তবে প্রতি তিন বছর অন্তর এঁদের মধ্য থেকে $\frac{1}{3}$ অংশ সদস্যকে অবসর নিতে হয়। জাতীয় সভার সদস্যরা নির্বাচিত হন প্রত্যক্ষভাবে। এঁদের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের তুলনায় পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সেনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিল পাসের ক্ষেত্রে সেনেট ও জাতীয়সভার মধ্যে কোনো কারণে মতপার্থক্য দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে একটি যুক্ত কমিটি আহ্বান করেন।

[6] **পার্লামেন্টের ক্ষমতা সীমিতকরণ:** পঞ্চম ফরাসি সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল পার্লামেন্টের ক্ষমতা সীমিতকরণ। বছরে দু-বার জাতীয় সভা ও সেনেটের অধিবেশনের কথা বলা হয় (Parliament meets as of right in two ordinary sessions per year)। প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারলেও সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও সংবিধান নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ। সংবিধানের 37 ধারা অনুসারে পার্লামেন্ট শুধুমাত্র সংবিধান প্রদত্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রেই আইন প্রণয়ন করতে পারে। অন্যান্য বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা 'নিয়মকানুন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ'-এর হাতে অর্পণ করা হয়েছে।

[7] **রাষ্ট্রপতির কর্তব্য:** সংবিধানের 6 নং ধারা অনুসারে সংবিধানকে যথাযথভাবে পরিচালনা করা রাষ্ট্রপতির আবশ্যিক কর্তব্য। ফরাসি রাষ্ট্রপতি দেশের স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় চুক্তির রক্ষক হিসেবে কাজ করেন। সংবিধানের 16 নং ধারায় রাষ্ট্রপতিকে জরুরি ক্ষমতা জারি করার অধিকারী করা হয়েছে।

[8] **রাষ্ট্রপতি-শাসিত ও সংসদীয়ব্যবস্থার সমন্বয়:** পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক ফ্রান্সে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। একদিকে ক্যাবিনেট-শাসিত শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে, যেখানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মূলনীতিগুলি বর্তমান। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতিকে প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি-শাসিত ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি উভয়ই স্বাভাবিক অবস্থায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। শুধুমাত্র জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে অধিক ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি অনুসারে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল। আবার অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন। তিনি বিশেষ ও স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অধিকারী। পরিস্থিতি অনুসারে তিনি আইনসভাও ভেঙে দিতে পারেন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। জাতীয় জরুরি অবস্থার সময় তিনিই শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম। Comparative Government নামক গ্রন্থে এস ই ফাইনার (S E Finer) লিখেছেন যে, "The Presidential usurpation of power is clearly displayed."

Scanned with CamScanner

[9] **গণভোট প্রচলন:** পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হল, রাষ্ট্রপতি গণভোটের মাধ্যমে কোনো কোনো বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তিনটি ব্যাপারে গণভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে। যথা—[a] সরকারি সংগঠনের ব্যাপারে, [b] জাতির সঙ্গে কোনো চুক্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং [c] কোনো সন্ধি সম্পাদনের ব্যাপারে। সংবিধানের 89 নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি গণভোট নিতে পারেন।

[10] **সাংবিধানিক পরিষদ:** পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের 56 নং থেকে 63 নং ধারায় সাংবিধানিক পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল 'সাংবিধানিক পরিষদ'। এই পরিষদ 9 জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। তা ছাড়া পদাধিকার বলে সকল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এই পরিষদের সদস্য হন। প্রত্যেক 3 বছর পর প্রত্যেক সদস্য তাঁর পদটিকে পুনর্নবীকরণ করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক পরিষদের সভাপতিকে নিযুক্ত করেন। সাংবিধানিক পরিষদ দেশের সাংগঠনিক আইন সৃজন ও এর বৈধতা বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূলত সাংবিধানিক পরিষদ আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়মূলক ভূমিকা পালন করে। আইনসভা সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা লঙ্ঘন করে কি না—সে ব্যাপারে পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

[11] **সরকারের দায়িত্বশীলতা:** পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক ফ্রান্সের পার্লামেন্ট দুর্বল হলেও সরকার তার কাজের জন্য পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। সরকারকে তাঁর ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার জন্য পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি (পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যার অর্ধেক + একজনের ভোট) সংখ্যকের ভোট প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেন্ট বাতিল করার ক্ষমতা ও রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত অভিরুচির ওপর নির্ভর করে।

[12] **এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা:** ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। এখানে সমগ্র দেশকে কতকগুলি ডিপার্টমেন্ট, প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট কতকগুলি ক্যান্টন, প্রতিটি ক্যান্টন কতকগুলি অ্যারনডাইজমেন্ট, প্রতিটি অ্যারনডাইজমেন্ট কতকগুলি কমিউনে বিভক্ত। প্রতিটি স্তরে স্থানীয় শাসন সংস্থা থাকলেও মূলত পার্লামেন্ট দ্বারাই তারা নিয়ন্ত্রিত এবং পার্লামেন্টই প্রতিটি স্তরের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকারী। প্রতিটি স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের 'এজেন্ট' হিসাবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করে।

[13] **বহুদলীয় ব্যবস্থা:** ফ্রান্সের সংবিধানের 4 নং ধারা অনুসারে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আবার জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক নীতিগুলির প্রতি রাজনৈতিক দলগুলিকে শ্রদ্ধাশীল থাকার (They must respect the principles of national sovereignty and of democracy) কথা বলা হয়েছে।

উপসংহার: উপসংহারে বলা হয়েছে যে, ফ্রান্সে একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতিকে অধিক ক্ষমতার অধিকারী করার সঙ্গে সঙ্গে সংসদীয় ব্যবস্থাকেও বজায় রাখা হয়েছে। অনেকে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানকে 'untidy constitution' বলেছেন।

Scanned with CamScanner